ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 797-804
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.070

সাংখ্যমতে জগতের ক্রমাভিব্যক্তিবাদ বা উৎপত্তিবাদ : একটি সমীক্ষা

রাজিবুল খান, *সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, ওন্দা থানা মহাবিদ্যালয়, ওন্দা, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 28.12.2024; Accepted: 22.01.2025; Available online: 31.01.2025
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

According to Sāṅkhya philosophy, the cause of the world is Prakṛti. The world exists in Prakṛti before its creation in an unexpressed form. The world is the result of Prakṛti. Prakṛti becomes the world. The world is indeed expressed by Prakṛti, but this expression does not occur unless Prakṛti is connected to Puruṣa. The connection between Prakṛti and Puruṣa is absolutely necessary for the expression of the world. The expression of the world cannot be for Prakṛti alone, because Prakṛti is senseless and unconscious. It is not possible for it to work without the control of a conscious being. Again, the expression of the world cannot be for Puruṣa alone. Because Puruṣa is exclusively silent, passive, and a witness. Puruṣa has intelligence but no power to act. When Prakṛti's power to act and Puruṣa's intelligence come together, the process of expression begins. But here the question arises - how can Puruṣa and Prakṛti, who are opposites, come together? In answer to this question, the Sāṅkhya sect says that just as the cripple (paṅgu) and the blind (andha) can seek each other's help to get out of the forest, similarly, unconscious Prakṛti and passive Puruṣa can come together to help each other to achieve their goals. As a result of this mutual proximity, the needs of both are fulfilled. Puruṣa's needs Prakṛti for the knowledge, enjoyment, and power of a different beings. Again, Prakṛti also needs Puruṣa to be seen and enjoyed, because without a seer and a consumer, there is no sight and enjoyment. Puruṣa's vision, enjoyment, and power are the essence of Prakṛti. In this way, the connection between Prakṛti and Puruṣa leads to the creation or expression process of the world, which is the subject of my article.

Keywords: Abhibyakti, Prakṛti, Puruṣa, Sanyōga Sākṣīsvarūpa, Acētana, Nirbikāra.

মহর্ষি কপিল প্রবর্তিত সাংখ্য দর্শন ভারতীয় আস্তিক সম্প্রদায়গুলির মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে ইহা সবথেকে প্রাচীনতম দর্শন। মহাভারতে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ, কঠোপনিষদ, প্রশ্নোপনিষদ, ছান্দোগ্যোপনিষদ, ভগবদ্গীতা, স্মৃতিশাস্ত্রে, পুরাণে, সাংখ্য মতের উল্লেখ

পাওয়া যায়। সাংখ্যদর্শনে দুটি মূল তত্ত্ব স্বীকার করা হয়েছে প্রকৃতি ও পুরুষ। প্রকরোতি এই বুৎপত্তি প্র - কৃ + ক্তিন যোগে প্রকৃতি শব্দটি নিষ্পন্ন। শত অমিল থাকা সত্ত্বেও প্রচলিত সাংখ্য দর্শনের যে অব্যক্ত প্রকৃতি তাঁর খোঁজ পাওয়া যায় ঋকবেদে নাসদীয় সূক্তের মধ্য থেকেই।[১] জগতের মূল উপাদান কারণ হলো এই প্রকৃতি। সৃষ্টির পূর্বে প্রকৃতির মধ্যে জগৎ অব্যক্ত রূপে বর্তমান থাকে। প্রকৃতির কোনো কারণ থাকে না বলে, প্রকৃতিকে অজা বলা হয়। প্রকৃতির অপর নাম প্রধান। আর পুরুষ হলো অপ্রধান ও নির্গুণ। অতএব সাংখ্যমতানুসারে প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে কিভাবে জগৎ সৃষ্টি বা অভিব্যক্তি ঘটে তা নিম্নে আলোচনা করা হল-

সাংখ্যদর্শনে প্রকৃতিকে 'প্রসবধর্মী' বা 'পরিণামশীলা' বলে অভিহিত করা হয়।। এমন কি এই প্রকৃতির তিনটি গুণ সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ ক্ষণমাত্রও পরিণামগ্রস্ত না হয়ে থাকতে পারে না।[২] প্রকৃতি নিজের স্বভাবহেতু নিয়মিত সৃষ্টি করতে থাকে। অর্থাৎ প্রকৃতি সর্বদা পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তন বা পরিণাম দুই প্রকার সদৃশ বা স্বরূপ পরিণাম ও বৈসাদৃশ বা বিরূপ পরিণাম। প্রলয়কালে যে পরিণাম হয় তাকে স্বরূপ পরিণাম এবং সৃষ্টি দশায় যে পরিণাম ঘটে তাকে বিরূপ পরিণাম বলে। প্রকৃতিই জগতের মূল কারণ বা উপাদান। প্রকৃতিতেই জগত অব্যক্ত অবস্থায় থাকে এবং পরে এই প্রকৃতি থেকেই ক্রমান্বয়ে জগতের অভিব্যক্তি ঘটে অর্থাৎ প্রকৃতি থেকে জগতের অভিব্যক্তি হয় বটে কিন্তু এই প্রকৃতি জড়, অচেতন ও অবিবেকী হওয়ায় তার একার পক্ষে জগতের অভিব্যক্তি হতে পারে না। তবে পুরুষের সঙ্গে সংযোগবশতঃ প্রকৃতিতে গুণবিক্ষোভ দেখা যায়। এবং প্রকৃতির বিরূপ পরিণাম ঘটে। আবার শুধু পুরুষের বা আত্মার দ্বারা জগতের অভিব্যক্তি হয় না। কারণ পুরুষ চেতন হলেও নিক্রিয়, দ্রষ্টা এবং নির্বিকার। তাঁর বুদ্ধি আছে কিন্তু কর্মদক্ষতা নেই। অতএব প্রকৃতির কর্মদক্ষতা ও পুরুষের বুদ্ধি যখন মিলিত হয় তখনই অভিব্যক্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। প্রকৃতি সক্রিয় হলেও অচেতন। যদিও আমরা জড়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিনা তথাপি নিরুপায় হয়ে সাংখ্যগণ প্রকৃতি বা গুণত্রয়কেই কর্তা বলেছেন। আবার যদি পুরুষকে কর্তা ধরা হয় তাহলে পুরুষের স্বরূপও ব্যাহত হবে তাই সাংখ্যকারিকায় বলা হয়েছে –

তস্মাত্তৎসংযোগাদচেতং চেতনাবদিবলিঙ্গম (সা.কা.- ২০)

আবার জড়রূপ বুদ্ধির স্বাভাবিক চেতনা থাকে না তাই সেই কারণে আরোপিত চেতনার দ্বারা বুদ্ধির কর্তৃত্ব স্বীকৃত হয়। অতএব সৃষ্টিকার্যে উভয়ের সংযোগ প্রয়োজন। এই সংযোগের অর্থ সান্নিধ্য (তৎসংযোগ তৎসন্নিধানম - সা.ত.কৌ, পৃ -৯৪)।

কিন্তু প্রশ্ন হল বিরূদ্ধ স্বভাব প্রকৃতি ও পুরুষের একত্র হবে কিভাবে ? এর উত্তর দিতে গিয়ে সাংখ্যকর্তরা বলেছেন পঙ্গু এবং অন্ধ ব্যক্তি উভয়ে পরস্পরের সংযোগিতায় যেমন পথ দেখে চলতে পারে, তেমনি সক্রিয় অচেতন প্রকৃতি এবং নিক্রিয় সচেতন পুরুষ নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য একত্র হয়ে পরস্পরের সাহায্য করতে থাকে।[৩] প্রকৃতির পক্ষে পুরুষের সান্নিধ্য 'দর্শনার্থে' প্রয়োজন। পুরুষ যদি অচেতন প্রকৃতিকে দর্শন না করে, তাহলে সুখ দুঃখাদি ভোগ সম্ভব নয়। আবার পুরুষের কৈবল্য বা মুক্তিলাভের জন্য একান্তভাবে প্রকৃতির দরকার হয়। পুরুষ যখন দেখে নেয় প্রকৃতি তাঁর থেকে ভিন্ন তখন পুরুষ তাঁর নিজস্বরূপ উপলব্ধি করে এবং সে মুক্তি লাভ করে। অর্থাৎ প্রকৃতিকে না দেখা পর্যন্ত পুরুষ প্রকৃতির সুখ দুঃখাদিকে নিজের সুখ দুঃখ বলে মনে করে। অতএব পুরুষ ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন হওয়ায় উভয়ের কোন সম্বন্ধ হতে পারে না যদি নিজ প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য অপেক্ষা না থাকে।

"ন চ ভিন্নয়োঃ সংযোগাহপেক্ষাং বিনা"-(বাচস্পতি মিশ্র -১১.৭২)

যে উপকারের অপেক্ষায় প্রকৃতি ও পুরুষ সম্বন্ধযুক্ত হয় তা বললেন কারিকাকার-

"ইত্যেষ প্রকৃতিকৃতো মহদাদিবিশেষভূতপর্যন্তঃ।
প্রতিপুরুষবিমোক্ষার্থং স্বার্থ ইব পরার্থ আরম্ভঃ"।। (সা.কা. ৫৬)

সত্ত্ব, রজ, ও তমঃ গুণের সাম্যাবস্থাই হল প্রকৃতি। সাংখ্যীয় প্রকৃতির সম্বন্ধে মহাভারতের প্রথম উপস্থাপন হল এই যে, মহদাদি সমস্ত তত্ত্বের মধ্যে সর্বপ্রধান হল প্রকৃতি।[৪] পুরুষের মুক্তির জন্য প্রকৃতি জগৎ সৃষ্টি করেন। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রকৃতির কোন স্বার্থ থাকে না। প্রকৃতি পুরুষের সান্নিধ্যে এলেই প্রকৃতির তিনটি গুণের সাম্যাবস্থা বিঘ্নিত হয়। প্রথমে রজোগুণের চাঞ্চল্য দেখা যায়। পরে অপর দুটি গুণেও বিক্ষেপ দেখা যায়। গুণবিক্ষোভের ফলে প্রকৃতির মধ্যে এক প্রবল আলোড়ন দেখা দেয় এবং প্রতিটি গুণ অপরগুণকে অভিভূত করার জন্য চেষ্টা করে। বিভিন্ন পরিমানে এই গুণগুলির সংযোগ থেকে বিভিন্ন জাগতিক বস্তু উৎপন্ন হয়। প্রকৃতি থেকে জগতের ক্রমাভিব্যক্তি নিম্নক্রম অনুসারে ঘটে থাকে যা সাংখ্যকারিকায় দেখা যায়।[৫] এই ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির পরিণামবশতঃ প্রথমে মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধি প্রকাশিত হয়। বুদ্ধির পরিণামবশতঃ আসে অহংকার। অহংকার থেকে আসে একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চতন্মাত্র, আবার পঞ্চতন্মাত্র থেকে সৃষ্টি হয় পঞ্চমহাভূত।[৬] এই মহৎ ইত্যাদি তত্ত্বের প্রসবের পরেও প্রকৃতি অবিকৃতিই থাকে তা আমরা মহাভারত থেকে জানতে পারি।[৭] মহাভারতে বলা হয়েছে- একটি দ্বীপ থেকে যেমন সহস্র সহস্র দীপ উৎপন্ন হয় এবং প্রকৃতির যেহেতু কোনো অপচয় ঘটে না, তাই সে অবিকৃতই থাকে। এই অব্যক্ত প্রকৃতি থেকেই যে ব্যক্ত তত্ত্বগুলি উৎপন্ন হয় তা ভগবদ্গীতা থেকেও জানতে পারি।[৮] মনুসংহিতাতেও অব্যক্ত থেকে ব্যক্তের উৎপত্তি সম্বন্ধে জানতে পারি।[৯]

প্রকৃতি ও তার পরিণাম রূপে মোট ২৪ টি তত্ত্ব স্বীকার করা হয়েছে। এর সঙ্গে পুরুষের তত্ত্বটি যোগ হলে মোট তত্ত্বের সংখ্যা হয় ২৫ টি। মহাভারতের মনু বৃহস্পতি সংবাদে এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব একটি শ্লোকে ব্যাখ্যাত হয়েছে।[১০] প্রকৃতি থেকে পঞ্চমহাভূত এই ২৪ টি তত্ত্বকে দুটি সর্গে বিভক্ত করা যায় - ১। বুদ্ধিসর্গ বা প্রত্যয় সর্গ ২। তন্মাত্রসর্গ বা ভৌতিক সর্গ।

১। **বুদ্ধিসর্গ বা প্রত্যয় সর্গ:** এখানে মহৎ বা বুদ্ধি, অহংকার, একাদশ ইন্দ্রিয় (পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক) (পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ) ও মন অন্তর্গত।

২। **তন্মাত্র সর্গ বা ভৌতিকসর্গ:** পঞ্চতন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ) পঞ্চমহাভূত (পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ) এবং এই পঞ্চমহাভূত থেকে উৎপন্ন হয় যাবতীয় ভৌতিক বস্তুরাজিসমূহ।

ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকার শ্লোকে তত্ত্বসর্গের ব্যাখ্যা এবং তারও পরবর্তী সময়ে এই শ্লোকের টীকায় বাচস্পতি মিশ্র প্রত্যয় সর্গ ও তন্মাত্রসর্গের কথা বলে সৃষ্টিতত্ত্বগুলিকে এমন অভিনব পন্থায় ব্যাখ্যা করেছেন, যেটাকে আমরা ঠিক অভিনব বলতে পারি না। কেননা বহুপূর্বে মহাভারতের মনু বৃহস্পতি সংবাদের একটি শ্লোকের মধ্যে আমরা ঠিক একই ভাবে না হলেও অন্যভাবে তত্ত্বসর্গের কথা এবং প্রত্যয়সর্গের বিভাগও আমরা দেখতে পাই।[১১]

প্রকৃতির প্রথম অভিব্যক্তির নাম মহৎ বা বুদ্ধি।[১২] মহাভারতে প্রকৃতি থেকে মহানের উৎপত্তির ব্যাখ্যা আছে।[১৩] উৎপন্ন অসংখ্য জাগতিক শক্তির মধ্যে এটি মহাপরিমানযুক্ত। তাই একে মহান্ বলা হয়। মহত্তত্ত্ব জগতের সববস্তুরই বীজ। এই মহৎকে বুদ্ধি বলা হয় কারণ জীবের মধ্যে বুদ্ধিরূপে প্রকাশিত হয়। অধ্যাবসাই হল বুদ্ধির লক্ষণ। 'এই আমার কর্তব্য'- এরূপ নিশ্চয় অধ্যাবসায়, অর্থাৎ অধ্যাবসায় বলতে নিশ্চয়াত্বক জ্ঞানকে বোঝায়। বুদ্ধির সাহায্যে জ্ঞাতা ও জ্ঞানের বিষয়ের মধ্যে, এবং ভোক্তা ও ভোগ্যবস্তুর মধ্যে পার্থক্য জানা যায়। এছাড়াও সত্য-মিথ্যা, ভাল-মন্দ, কর্তব্য-অকর্তব্য, প্রভৃতি বুদ্ধির সাহায্যে নির্ণয় করা যায়। বুদ্ধির কাজ হল নিজেকে এবং অপরকে প্রকাশ করা। আবার বুদ্ধি আছে বলেই ইন্দ্রিয়, মন ও অহংকার ক্রিয়া করতে পারে। প্রকৃতি যেহেতু সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা, সেহেতু প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন প্রথম তত্ত্ব বুদ্ধি বা মহৎ ত্রিগুণাত্বকই। মহৎ বা বুদ্ধির সাত্ত্বিক ধর্ম হল অভ্যুদয় নিঃশ্রেয়সহেতু ধর্ম, বিবেকজ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য। বুদ্ধির তামস ধর্ম হল অধর্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্চর্য।[১৪] আর এই বুদ্ধি হল সাধারণ বুদ্ধি, বিশেষ কোনো জীবের নয়। বুদ্ধি প্রকৃতির পরিণাম হওয়ায় জড়ধর্মী, কাজেই বুদ্ধি চেতন পুরুষ থেকে ভিন্ন। কিন্তু সত্ত্বপ্রধান হওয়ায় বুদ্ধি দর্পনের ন্যায় স্বচ্ছ এবং বুদ্ধি পুরুষ থেকে ভিন্ন হলেও বুদ্ধিতেই পুরুষের চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হয়। আর বুদ্ধির সাহায্য নিয়েই আত্মা নিজেকে প্রকৃতি থেকে ভিন্ন বলে উপলব্ধি করতে পারে।[১৫]

অহংকার মহৎ হতে উৎপন্ন একটি তত্ত্ব। এই অহংকার প্রকৃতির দ্বিতীয় পরিণাম। অভিমানই হল অহংকারের লক্ষণ। বুদ্ধির সঙ্গে আমি বা আমার এই অহংসংযুক্ত ভাব হল অহংকার। এই অহংকারের অহম্ বা আমি হল জীবাত্মা। এই অভিমান ও মমত্ববোধ হল অহংকারের বৈশিষ্ট্য। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের তারতম্য এবং প্রাধান্য অনুযায়ী অহঙ্কার তিন প্রকার। সত্ত্বগুণের আধিক্য ঘটলে বৈকারিক বা সাত্ত্বিক অহঙ্কার, রজোগুণের প্রাধান্য ঘটলে তৈজস বা রাজস অহঙ্কার এবং তমোগুণের প্রাধান্য ঘটলে ভূতাদি বা তামস অহঙ্কারের উদ্ভব হয়। সাত্ত্বিক অহঙ্কার থেকে একাদশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়।[১৬] এই একাদশ ইন্দ্রিয় ভৌতিক নয়, অহঙ্কার তত্ত্বের বিকার।[১৭] মন হল জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় উভয়ই, কেননা মন জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় উভয়ের কার্যের সহায়ক হয়। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় বা পঞ্চবুদ্ধীন্দ্রিয় হল চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক। এই ইন্দ্রিয়গুলি ক্রমানুসারে-রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ প্রত্যক্ষ করে। পুরুষের ভোগের ইচ্ছা থেকেই বস্তু এবং এই ইন্দ্রিয়গুলি সৃষ্টি হয়। পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় হল বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এরা যথাক্রমে বচন, গ্রহণ, গমন, উৎসর্গ বা ত্যাগ, এবং জনন এই বৃত্তি সম্পাদন করে।[১৮] পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় - এই দশটিকে বাহ্যকরণ এবং মহৎ, অহংকার ও মন এই তিনটিকে অন্তঃকরণ বলা হয়। এদের একত্রে সাংখ্য দর্শনে 'ত্রয়োদশ করণ' বলা হয়। বাহ্যকরণ বর্তমান বিষয়ে সীমাবদ্ধ, কিন্তু অন্তঃকরণ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সর্ববিষয়েই প্রসারিত।[১৯] তম প্রধান অহংকার থেকে পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন হয়। এই পঞ্চতন্মাত্র হলো- শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। এই তন্মাত্রগুলি অবিষেশ,[২০] কেননা এগুলি সূক্ষ্ম বা অতীন্দ্রিয় বলে উপভোগ্য যোগ্য নয়। পাঁচটি তন্মাত্র থেকে পঞ্চভূত সৃষ্টি হয়। শব্দ থেকে আকাশ; শব্দ ও স্পর্শ থেকে বায়ু; শব্দ, স্পর্শ ও রূপ থেকে তেজ বা অগ্নি; শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস থেকে জল; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটি তন্মাত্র থেকে পৃথিবী উৎপন্ন হয়।[২১] আর রজঃপ্রধান অহংকার সাত্ত্বিক ও রাজসিক উভয়েরই উৎপত্তিতে সাহায্য করে।[২২] কিন্তু বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যপ্রবচন ভাষ্যে বলেছেন- মনই সাত্ত্বিক অহঙ্কারের সৃষ্টি। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় রাজস্ অহঙ্কারের সৃষ্টি। পঞ্চ তন্মাত্রের উৎপত্তি তামস্ অহঙ্কার থেকে হয়েছে।[২৩]

আর পঞ্চভূতকে বিশেষ বলা হয় যেহেতু এগুলি উপভোগযোগ্য। বিশেষ তিনপ্রকার - সূক্ষ্মদেহ, স্থূলদেহ ও পঞ্চভূত।[২৪] পিতা মাতা জাত স্থুল দেহ পঞ্চভূতের দ্বারা নির্মিত হয় এবং মৃত্যুর পর এই মাতৃপিতৃজ স্থূল শরীর পঞ্চভূতেই বিলীন হয়ে যায়। তাই এটি পঞ্চভূতের অবান্তর বিশেষ। মহৎ, অহংকার, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র এই ১৮ টি তত্ত্বের দ্বারা সূক্ষ্মশরীর গঠিত।[২৫] সূক্ষ্মশরীর সৃষ্টির প্রারম্ভে উৎপন্ন হয় এবং মহাপ্রলয় পর্যন্ত বর্তমান থাকে। সূক্ষ্মশরীরকে লিঙ্গ শরীর বলা হয়।[২৬] বাচস্পতি মিশ্রের মতে শরীর দুই প্রকার সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ শরীর এবং মাতৃপিতৃজ বা স্থূল শরীর। বিজ্ঞানভিক্ষু তৃতীয় একপ্রকার শরীরের কথা বলেছেন তাঁর নাম অধিষ্ঠান শরীর। সূক্ষ্মশরীর যখন এক স্থূল শরীর থেকে অন্য স্থূল শরীরে যায় তখন এই অধিষ্ঠান শরীরই সূক্ষ্ম শরীরের আশ্রয়ের কাজ করে।[২৭]

পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতি থেকে জগৎ অভিব্যক্তি হয়। কিন্তু সাংখ্যদর্শনে পুরুষকে জগতের কারণ বলা হয়নি। এখানে তাহলে প্রশ্ন করা হয় যে, কোন চেতনকর্তার পরিচালনা ছাড়া অচেতন প্রকৃতি কি করে জগৎ সৃষ্টি করে? এর উত্তর সাংখ্য কারিকার বলেছেন-

"বৎসবিবৃদ্ধি নিমিত্তং ক্ষরস্য যথা প্রবৃত্তিরজ্ঞস্য।
পুরুষবিমোক্ষনিমিত্তং তথা প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্য"।। (সা.কা .৫৭)

বৎসের পুষ্টি বা পালনের জন্য যেমন অচেতন দুধ গাভীর স্তন থেকে স্বতঃই ক্ষরিত হয় সেরূপ পুরুষের কৈবল্য বা মুক্তির জন্যই অচেতন প্রকৃতি স্বতঃই কার্যে প্রবৃত্ত হয়।

সাংখ্য দার্শনিকেরা বলেন, নিষ্ক্রিয় চুম্বক কেবলমাত্র নিকটে অবস্থিত হলেই যেমন লৌহ তার দিকে চালিত হয় বা ক্রিয়া যুক্ত হয়। সেরূপ নিষ্ক্রিয় পুরুষের সান্নিধ্যমাত্রই প্রকৃতির অভিব্যক্তি শুরু হয়।
এখন প্রশ্ন হতে পারে, সাংখ্য সম্মত জগতের অভিব্যক্তি প্রক্রিয়া যান্ত্রিক না উদ্দেশ্যমূলক? এই প্রসঙ্গে সাংখ্যাচার্যগণ বলেন পরের ভোগের জন্য যেমন উষ্ট্র কুঙ্কুম (জাফরান) বহন করে, তেমনই পুরুষের ভোগের জন্যই প্রকৃতি সৃষ্টিশীল হয়।[২৮] যদিও প্রকৃতির স্বকীয় কোন উদ্দেশ্য নেই তথাপি পুরুষের ভোগ ও মুক্তির জন্যই প্রকৃতি জগৎ সৃষ্টি করে। তাই সাংখ্যাচার্যগণ বলেন এই অভিব্যক্তি প্রক্রিয়া যান্ত্রিক নয়, এটি উদ্দেশ্যে মূলক বলা যায়। কিন্তু হিরিয়ান্না প্রভৃতি কোনো কোনো দার্শনিকদের মতে এই অভিব্যক্তি প্রক্রিয়া সম্পূর্ন উদ্দেশ্যমূলক নয়। কারণ জড় প্রকৃতির নিজস্ব কোন উদ্দেশ্য থাকে না। তাই একে আংশিক উদ্দেশ্যমূলক বলা হয়।[২৯]

জগৎ সৃষ্টি হয় প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগের ফলে। এখন প্রশ্ন ওঠে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই নিত্য হওয়ায় তাঁদের উভয়ের সংযোগও নিত্য হবে। এর ফলে সর্বদা সৃষ্টি প্রক্রিয়া চলতে থাকবে। প্রলয় বলে আর কিছু থাকবে না। এর উত্তরে সাংখ্যগণ বলছেন এরূপ অনর্থের সম্ভাবনা নেই। কারণ নর্তকী যেমন রঙ্গাগারে স্থিত দর্শকগনকে নৃত্য প্রদর্শন করে নৃত্য হতে নিবৃত্ত হয়, তেমনি প্রকৃতিও পুরুষের নিকট নিজস্বরূপ প্রকাশিত করে নিবৃত্ত হয়। সুতরাং সর্বদা সৃষ্টি প্রক্রিয়া চলতে পারে না। এই ঈশ্বরকৃষ্ণ সাংখ্যকারিকায় বলেছেন-

" রঙ্গস্য দর্শয়িত্বা নিবর্ততে নর্তকী যথা নৃত্যাৎ।
পুরুষস্য তথাত্মানং প্রকাশ্য বিনিবর্ততে প্রকৃতিঃ"।। (সা.কা. - ৫৯)

সাংখ্যসম্মত এই অভিব্যক্তি প্রক্রিয়া চক্রাকারে চলে। অর্থাৎ অভিব্যক্তি প্রক্রিয়া নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া নয়। সৃষ্টির পর ধ্বংস, আবার সৃষ্টি, আবার ধ্বংস- এভাবে চক্রাকারে চলে।[৩০]

পুরুষ ও প্রকৃতির সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতি হতে যে জগতের সৃষ্টি তা এইভাবে দেখানো যায়।

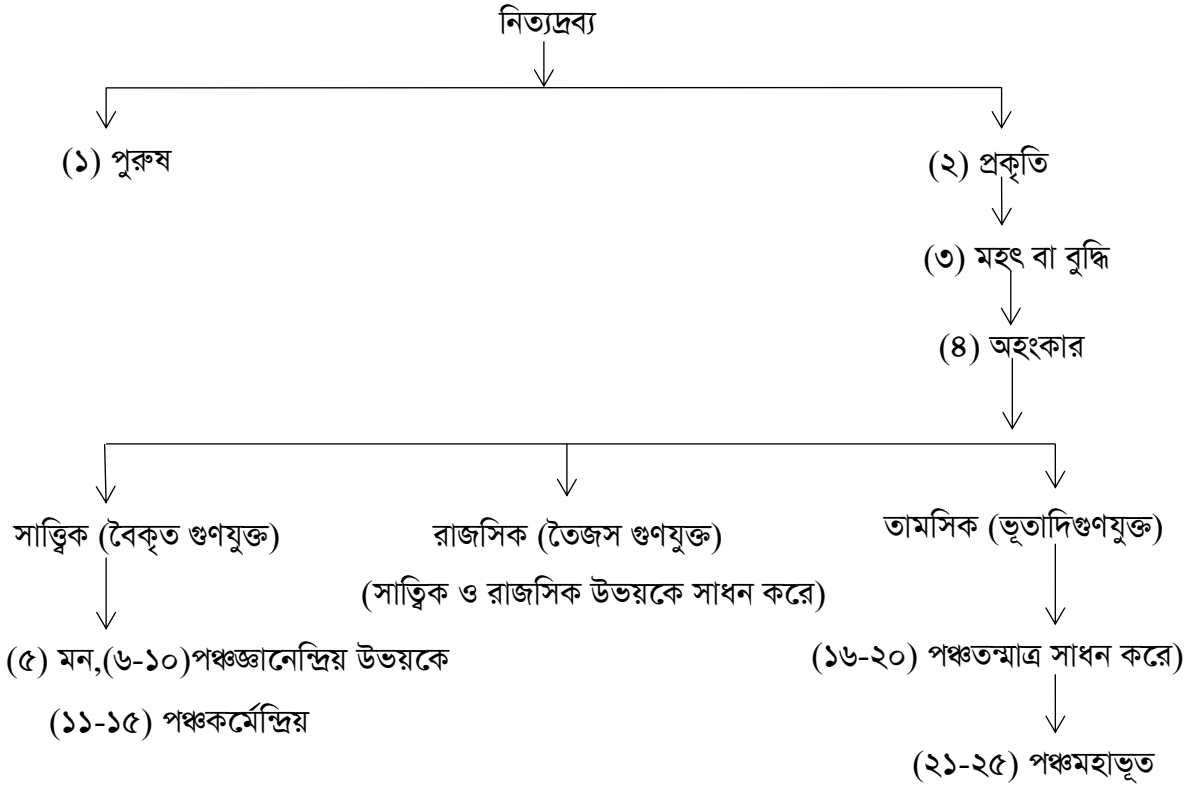

অতএব বলা যায় এই অভিব্যক্তির স্তরভেদ থাকলেও এর মধ্যে একটা অন্তঃস্যূতা ধারাবাহিকতা আছে, প্রত্যেক পূর্ববর্তী স্তর পরবর্তী স্তরে নষ্ট না হয়ে সক্রিয় আছে। বিভিন্নতা সত্ত্বেও একই মূলপ্রকৃতির পরিণাম হিসাবে অভিব্যক্তির সমস্ত স্তরেই আন্তর ঐক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেকটি স্তরই প্রকৃতির তিনগুণের প্রকাশ। অবশ্য এক একটি স্তরে এক একটি গুণের প্রাধান্য। অভিব্যক্তি প্রক্রিয়ার সমস্ত স্তরেই এই ঐক্য বর্তমান আছে বলেই আমরা এদের একই মূল তত্ত্ব থেকে অনুসৃত বলতে পারি। আবার এই সাংখ্য অভিব্যক্তিবাদ অন্যান্য দর্শনে সমালোচিত হলেও আমরা বলতে পারি যে জগতের উৎপত্তি সম্পর্কিত সাংখ্যসম্মত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব প্রচলিত মতবাদগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য মতবাদ।

তথ্যসূত্র:

১. 'নাসাদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোম পরোযৎ'। ঋগ্বেদ, ১২৯.১০.১।
অপিচ
'ন মৃত্যুরাসীদ্মৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ'। ঋগ্বেদ, ১২৯.১০.২।
২. "পরিণামস্বভাবা হি গুণা নাপরিণম্য ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠন্তে"। (বাচস্পতি মিশ্র, তত্ত্বকৌমুদী)
৩. " পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য।
পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপি সংযোগস্তকৃতঃ সর্গঃ"।। সাংখ্যকারিকা - ২১।
৪. "বিদ্যা প্রকৃতিরব্যক্তং তত্ত্বাণাং পরমেশ্বরী"। মহাভারত, ১২.২৯৯,৭ হরিদাশ সিদ্ধান্তবাগীশ সম্পাদিত খন্ড ৩৬ ,পৃঃ ৩১৬৩।
৫. "মূলপ্রকৃতিরবিকৃতি মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ" ॥ সাংখ্যকারিকা - ৩।
৬. "প্রকৃতের্মহাংস্ততোঽহংস্কারস্তস্মাদ্গণশ্চ ষোড়শকঃ।
তস্মাদপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চভূতানি" ॥ -সাংখ্যকারিকা - ২২।
৭. "দীপাদন্যে যথা দীপাঃ প্রবর্ত্তন্তে সহস্রশঃ।
প্রকৃতি সূয়তে তদ্বদ আনন্ত্যান্নাপচীয়তে"।। মহাভারত হরিদাশ সিদ্ধান্তবাগীশ সম্পাদিত, ১২.২০৮.২৬, খন্ড ৩৫, পৃঃ ২০৪৯
৮. "অব্যক্তাদ ব্যক্তয় সর্বাঃ প্রভাবত্ত্যৎরাগমে।
রাত্রাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্ত সংজ্ঞাকে "। শ্রীমদ্ভগবদগতা, ৮.১৮
৯. "যদা স দেবো জাগর্তি তদেদং জগৎ।
যদা স্বপিতি শান্তাত্মা তদা সর্বং নিমীলতি "।। মনুসংহিতা, ১.৫২
১০. "পুরুষঃ প্রকৃতিবুদ্ধিবিষয়াশ্চেন্দ্রিয়াণি চ।
অহঙ্কারোহভিমানশ্চ সমূহো ভূতসংজ্ঞক "।। মহাভারত, ১২.১৯৮.২৪, খণ্ড ৩৫, পৃঃ ১৯০।
১১. "এতস্যাদ্যা প্রবৃত্তিস্তু প্রধানাৎ সংপ্রবর্ত্ততে।
দ্বিতীয়া মিথুনব্যক্তিম বিশেষান্নিযচ্ছতি।।" মহাভারত, ১২.১৯৮.২৫, খণ্ড ৩৫, পৃঃ ১৯৩৬।
১২. 'মহাদাখ্যমাদ্যং কার্যং।' সাংখ্যসূত্র- ১/৭১, ' প্রকৃতেমহান্ ' - সাংখ্যকারিকা ২২।
১৩. "অব্যক্তং বীজধর্ম্মাণং মহাগ্রাহমচেতনম্।
তস্মাদেকগুণো জজ্ঞে তদ্ব্যক্তং তত্ত্বমীশ্বরঃ।।"
মহাভারত, ১২.৩১১.৩১ হরিদাশ সিদ্ধান্তবাগীশ সম্পাদিত, খণ্ড ৩৭, পৃঃ ৩৩৫০।
১৪. "অধ্যবসায়ো বুদ্ধিধর্মো জ্ঞানং বিরাগ ঐশ্বর্যম্।
সাত্ত্বিকমেতদ্রূপং তামসমস্মদ্বিপর্যস্তম্।।" সাংখ্যকারিকা - ২৩।
১৫. সাংখ্যসূত্র, ২/৪০ - ৪৩।
১৬. "বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চক্ষুঃ শ্রোত্রঘ্রাণরসনত্বগাখ্যানি।
বাক্পাণিপাদপায়ূপস্থান্ কর্মেন্দ্রিয়াণ্যাহুঃ।।" সাংখ্যকারিকা - ২৬।
১৭. "ন ভূতপ্রকৃতিত্বমিন্দ্রিয়াণামাহঙ্কারিকত্বশ্রুতেঃ।"—সাংখ্যপ্রবচন, ৫\৮৪।

১৮. "শব্দাদিষু পঞ্চানামালোচনমাত্রমিষ্যতে বৃত্তিঃ।
বচনাদানবিহরণোৎসর্গানন্দাশ্চ পঞ্চানাম্" ॥ সাংখ্যকারিকা - ২৮।
১৯. সাংখ্যসূত্র, ২/২৬ - ৩২, ২/৩৮, ৫/৭১।
২০. "অবিশেষাদ্বিশেষারম্ভঃ"। সাংখ্যপ্রবচনসূত্র ৩\১।
২১. সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদি, নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, পৃঃ ২৭০।
২২. "সাত্ত্বিক একাদশকঃ প্রবর্ততে বৈকৃতাদহঙ্কারাৎ।
ভূতাদেস্তন্মাত্রঃ সঃ তামসস্তৈজসাদুভয়ম্ " সাংখ্যকারিকা - ২৫।
২৩. "একাদশানাং পূরণমেকাদশকং মনঃ ষোড়শাত্মগণমধ্যে সাত্ত্বিকম্। অতস্তদ্বৈকৃতাং সাত্ত্বিকাহঙ্কারাজ্জয়ত ইত্যর্থঃ। অতশ্চ রাজসাহঙ্কারাদ দশেন্দ্রিয়াণি তামসাহঙ্কারাচ্চ তান্মাত্রাণীত্যবগন্তব্যম্।" সাংখ্য প্রবচন ভাষ্যম্ ২/১৮)
২৪. "সূক্ষ্মা মাতাপিতৃজাঃ সহ প্রভূতৈস্ত্রিধা বিশেষাঃ স্যুঃ। সূক্ষ্মাস্তেষাং নিয়তা মাতাপিতৃজা নিবর্তন্তে॥" সাংখ্যকারিকা - ৩৯।
২৫. সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদি, নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, পৃঃ ২৭৭।
২৬. পূর্ববৎ, পৃঃ ২৭৯।
২৭. কারিকা ও কৌমুদী, ৩৮-৪১, সাংখ্যসূত্র, ৩,১-১৭, প্রবচন ভাষ্য, ৮/১১।
২৮. "প্রধানসৃষ্টিঃ পরার্থং স্বতোহপ্যভোক্তৃত্বাদুষ্ট্রকঙ্কুমবহনবৎ" —সাংখ্যসূত্র ৩\৫৮।
২৯. Outlines of Indian Philosophy M. Hiriyanna, ১৯৬৮, পৃঃ ২৭৩।
৩০. পূর্ববৎ, পৃঃ ২৭৩ - ২৭৪।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১। চক্রবর্তী, ডঃ নীরদবরণ, ভারতীয় দর্শন, দ্য ঢাকা স্টুডেন্ট লাইব্রেরী, ২০১৫, মুদ্রিত।
৩। বসু, ডঃ সুমিতা, ভারতীয় দর্শন সমীক্ষা, সদেশ, কলকাতা, ২০১১, মুদ্রিত।
৪। বাগচী, দীপক কুমার, ভারতীয় দর্শন, প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা, ২০১৫, মুদ্রিত।
৫। ভট্টাচার্য, ডঃ সমরেন্দ্র ভারতীয় দর্শন, বুক সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১৭, মুদ্রিত।
৬। মুখার্জী, তাপসী, মহাভারত পুরাণে সাংখ্যদর্শনের উত্তরাধিকার,সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা,২০১২,মুদ্রিত।
৭। সেনগুপ্তা, আচার্য্য জ্যোতি, ভারতীয় দর্শন সমগ্র, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ২০১৭, মুদ্রিত।
৮। ঘোষ, গোবিন্দ চরণ, ভারতীয় দর্শন, মিত্রম্, কলকাতা, ২০১২, মুদ্রিত।
৯। সেনগুপ্ত, প্রমোদবন্ধু, ভারতীয় দর্শন (প্রথম খণ্ড), ব্যানার্জি পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১০-১১, মুদ্রিত।
১০। পাল, অধ্যাপক শ্রীবিপদ্ভঞ্জন, সাংখ্যকারিকা, সদেশ, কলকাতা, অক্ষয় তৃতীয়া ১৪১৭, মুদ্রিত।
১১। গোস্বামী, শ্রী নারায়ণ চন্দ্র, সাংখতত্ত্বকৌমুদী, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কোলকাতা, তৃতীয় প্রকাশ, মহালয়া, ১৪০৬, মুদ্রিত।